আদাম সন্তানেরা ভূল করে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেনঃ "কুল্লুবনী আদামা খাত্তা'উন"।

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ

এর মানে হচ্ছে সকল মানুষ, সব আদাম সন্তানই ভূল করতে পারে। মানুষের তাওবা করা উচিত যদি সে না জেনে অথবা জেনে কোন ভূল করে। হাদীসটিতে আরও বলা হয়ঃ "ওয়া খাইরুল খাত্তা'ঈন আত-তাওয়াবুন"।

وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

"ভূল করা মানুষদের মাঝে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তাওবাকারীরা"। আল্লাহ্ তাদের তাওবা গ্রহণ করেন যারা তাদের ভূল বোঝে এবং তাওবা করে। অনেক মানুষ না জেনে ভূল কথা বলে। তারা যদি সেগুলো থেকে তাওবা করে তাহলে ঠিক আছে। তারপরে আরও মানুষ আছে, অনারব, যখন তারা কুর'আন তিলাওয়াত করে তারা শব্দগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না অথবা অন্যভাবে শব্দগুলো তাদের মুখ থেকে বের হয়। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) তাদের জন্যেও সহজ করে দিয়েছেন। এমন কিছু ফেরেশতা আছে যাদেরকে আল্লাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের জন্য। ফেরেশতারা সঠিক উচ্চারণ করে দেয় যদি তারা ভূল উচ্চারণ করে। এভাবে শব্দগুলো আল্লাহ্ তা'আলার কাছে উঠে যায় সঠিকভাবে।

কিছু জাতি কিছু অক্ষর ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারে না আর কিছু জাতি তা ভিন্নভাবে উচ্চারণ করে। কিছু নির্বোধ লোক আছে যারা সবকিছু কঠিন করে ফেলে। তারা জোর করে করে, "তোমাদের এভাবেই উচ্চারণ করতে হবে"। কিন্তু তাদের তা বলা উচিত নয়। এমন কি হাযরাত বিলাল হাবাশী (রাঃ) কিছু অক্ষর উচ্চারণ করতে পারতেন না কারণ তিনি আফ্রিকা থেকে আগত ছিলেন। উম্মাতের জন্য

সহজ করার উদ্দেশ্যে এবং অন্যদের জন্য উদাহরণ উপস্থাপন করার জন্য আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) উনাকে কখনো এ ব্যাপারে একটি কথাও বলেননি। ফেরেশতারা উনাকে শুদ্ধ করে দিতেন।

তাই যতক্ষণ একজন মানুষের নিয়াত সত্য থাকে, আল্লাহ্ (জাঃজাঃ) সব ধরণের সাহায্য পাঠায় সেই মানুষের কাছে। তিনি ফেরেশতা দিয়েও সাহায্য করেন এবং তাদের সব কিছু ব্যবহারযোগ্য করেন। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দারা সবসময়ই আল্লাহ্‌র সাথে আছেন। উনাদের নিয়াত বিশুদ্ধ, মানে, উনাদের মুখ সুন্দর কথা বলে এবং উনাদের অন্তর নোংরা নয়। যেসব মানুষের মুখ সুন্দর কথা বলে কিন্তু তাদের হৃদয় ফিতনায় পরিপূর্ণ, তারা উপকারহীন। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের অভ্যন্তর, আমাদের হৃদয় পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং আল্লাহ্‌র সাথে সংযুক্ত থাকা। বাকীটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আল্লাহ্ যেন আমাদের সবকিছু ব্যবহারযোগ্য করেন এবং আমাদের ইবাদাত এবং আমাল গ্রহণ করেন ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিন আল্লাহ্ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৩ নভেম্বার ২০১৬/২৩ সাফার ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ